[redacted]

[redacted]

পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭০৬

পাকিস্তানে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যায় ও দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০৬ জনে। সেনাবাহিনী সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করেছে।

বুধবার (২০ আগস্ট) দেশটির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে পিটিআই।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সর্বশেষ আপডেটে পাকিস্তানের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ) জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত আরও ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে ২৬ জুন থেকে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা ৭০৬ জনে এসে ঠেকেছে। এছাড়া বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহতের সংখ্যা বেড়ে ৯৬৫ জন হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খাইবার-পাখতুনখাওয়া (কেপি) প্রদেশ, যেখানে এখন পর্যন্ত ৪২৭ জনের প্রাণহানি ঘটেছে।

এরপরই রয়েছে পাঞ্জাব (১৬৪ জন), সিন্ধ (২৯ জন), বেলুচিস্তান (২২ জন), পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (৫৬ জন) এবং ইসলামাবাদ অঞ্চল (৮ জন)।

সাম্প্রতিক সময়ে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে সোয়াবি, নওশেরা, মারদান ও পেশোয়ার জেলায়, যেখানে টানা ভারী বর্ষণ ও আকস্মিক বন্যায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হচ্ছে বুনের জেলা, যেখানে এখন পর্যন্ত ২২২ জনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে এবং বহু মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাতে বুনের জেলার বেসোনাই গ্রাম আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং উদ্ধারকর্মীরা এখনো জীবিতদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্য যেসব জেলা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বাজউর, সোয়াত, বাত্তাগ্রাম, মানসেহরা, শাংলা, দির আপার, দির লোয়ার ও তোরঘর।

বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত টানা প্রবল বর্ষণের

পর সৃষ্ট বন্যার সাথে যুক্ত হয় মেঘফাটল, যা ধ্বংসযজ্ঞ আরও তীব্র করে তোলে। সোমবার আবারও ওই অঞ্চলে নতুন করে ভারি বৃষ্টি হয়।

কেপি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রায় ৭৮০টি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৩৪৯টি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে।

তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার জানিয়েছেন, ইতোমধ্যেই ২৫ হাজারের বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং এক হাজারেরও বেশি মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কর্মকর্তারা সতর্ক করে জানিয়েছেন, আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই স্থানীয়দের প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে বাংলাদেশর ইতিহাস

প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। এবার দ্বিতীয় টেস্টেও পাকিস্তানকে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ করলো টাইগাররা। স্বাগতিকদের ৬ উইকেটে হারিয়েছে নাজমুল হাসান শান্তর দল। এ নিয়ে বিদেশের মাটিতে তৃতীয়বারের মতো টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

প্রথম ইনিংসে ২৭৪ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। জবাবে লিটন দাসের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে ২৬২ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। ১২ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দুই টাইগার পেসার হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানার বোলিং তোপে ১৭২ রানে অলআউট হয় স্বাগতিকরা। বাংলাদেশের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৮৫ রান।

পাকিস্তানের দেওয়া ১৮৫ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে বিনা উইকেটে ৪২ রান সংগ্রহ করে চতুর্থ দিন শেষ করেছিল বাংলাদেশ। দুই টাইগার ওপেনার জাকির হাসান ২৩ বলে ৩১ ও সাদমান ইসলাম ১৯ বলে ৯ রানে অপরাজিত থেকে পঞ্চম দিনে খেলতে নামে। দিনের শুরুতেই দলীয় ৫২

রানে সাজঘরে ফিরে যান জাকির। ৩৯ বলে ৪০ রান করেন তিনি।

জাকিরের বিদায়ের পর দলীয় ৭০ রানে ৫১ বলে ২৪ রান করে আউট হন আরেক ওপেনার সাদমান। এরপর ক্রিজে আসা মুমিনুলকে সঙ্গে নিয়ে দিনের শুরু ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন শান্ত।

দেখেশুনে খেলতে থাকেন এই দুই ব্যাটার। মুমিনুলকে সঙ্গে নিয়ে ৫৭ রানের জুটি গড়েন শান্ত। তবে দলীয় ১২৭ রানে ৮২ বলে ৩৮ রান করে সাজঘরে ফিরে টাইগার অধিনায়ক। এরপর মুশফিকুর রহিমকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন মুমিনুল।

তবে দলীয় ১৫৩ রানে ৭১ বলে ৩৪ রান করে আউট হন মুমিনুল। তার বিদায়ের পর সাকিব আল হাসানকে সঙ্গে নিয়ে রানের চাকা সচল রাখেন মুশফিক। ৫৬ ওভারে দলের জয় নিশ্চিত করেন এই দুই ব্যাটার। মুশফিক ৫১ বলে ২২ ও সাকিব ৪৩ বলে ২১ রানে অপরাজিত থাকেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয়

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলে পাকিস্তানকে এর আগে বাংলাদেশ হারিয়েছে ৮ ম্যাচ। বাকি ছিল শুধু টেস্ট। রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের প্রথম টেস্টে এবার সেই অপেক্ষা ফুরোনোর কাছাকাছি বাংলাদেশ। ঐতিহাসিক জয় পেতে বাংলাদেশের প্রয়োজন ৩০ রান। ৫ম দিনের শেষ সেশনে বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ে এসে এক প্রকার হেসে খেলে ১০ উইকেটে পাকিস্তানকে হারিয়ে বাংলাদেশ ঐতিহাসিক জয় লাভ করে।

২০০৩ সালে মুলতান টেস্টে জয়ের খুব কাছে গিয়েও হেরেছিল বাংলাদেশ। সেবার টাইগারদের হৃদয় ভেঙে পাকিস্তানকে রক্ষা করেছিলেন ইনজামাম উল হক। দুই দশকেরও বেশি সময় পর এবার রাওয়ালপিন্ডিতে টাইগারদের গর্জন! চতুর্থ দিনের শুরু থেকেই ড্রাইভিং সিটে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। তবে মুলতানের সেই স্মৃতি তাড়া করেছে অনেকটা সময় ধরে।

অন্তত মোহাম্মদ রিজওয়ান যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত খানিকটা প্রতিরোধ গড়লেও মুলতানের ইনজামাম হতে পারেননি এই উইকেটকিপার ব্যাটার। ফলে প্রথমবার পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের বিপক্ষে এর আগে ১৩ টেস্টের মধ্যে ১২ বারই হেরেছিল বাংলাদেশ। সেরা সাফল্য ছিল ড্র। পাকিস্তানের বিপক্ষে অধরা সেই জয় অবশেষে ধরা দিয়েছে। সেটাও আবার প্রতিপক্ষের ঘরের মাঠে, ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে।

রাওয়ালপিন্ডিতে টস হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেটে ৪৪৮ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করেছিল পাকিস্তান। প্রথম ইনিংসে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৫৬৫ রান করে বাংলাদেশ, লিড পায় ১১৭ রানের। নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৬ রানের বেশি করতে পারেনি স্বাগতিকরা। ৩০ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ।

সূত্র: ইত্তেফাক

বাংলাদেশের মানচিত্র পাকিস্তানকে উপহার দিতে চায় কারা?

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ যে স্বাধীনতা অর্জন করলেও স্বাধীনতাবিরোধীদের কাছ থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ চলছে আজও। বাংলাদেশ যতবার উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাতে ধারাবাহিক পথ পাড়ি দিচ্ছে, বিশ্ব দরবারে সকলের সামনে মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে ঠিক ততবার তার ওপর আঘাত করা হয়েছে। একসময়ের প্রধান বিরোধী দল যখন তাদের আন্দোলনের প্রধান স্লোগান ‘টেক ব্যাক বাংলাদেশ’ নির্ধারণ করে তখন আবারও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়- এরা কারা, যারা পাকিস্তানকে বাংলাদেশের মানচিত্র উপহার দিতে চায়?

হাত ধরে। অবশ্য নাৎসি পার্টির পুরো নামের সঙ্গে বিএনপির পুরো নামের মিল আছে। হিটলারের দলের পুরো নাম ‘ন্যাশনাল সোশালিস্ট জার্মান ওয়ার্কাস পার্টি।’ রাজনৈতিক দল বা নেতারা জনগণকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখান, আগামীর পরিকল্পনার কথা বলেন। বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে স্লোগান দিয়েছিলেন ‘চেঞ্জ’ পরিবর্তনের ডাক দিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে সামনে এগিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নেলসন ম্যান্ডেলা মুক্তি পেয়ে বলেছিলেন ‘লুক ফরোয়ার্ড।’ বিএনপি বলছে ‘টেক ব্যাক।’ বাংলাদেশকে টেনে হিঁচড়ে বিএনপি কোথায় নিয়ে যেতে চায়? কোন আমলে?

সম্প্রতি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, – ‘পাকিস্তান আমল ভালো ছিলো।’ বিএনপি কি তাহলে বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তান বানাতে চান? ৭৫ এর নারকীয় ঘটনার আসল উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানে ফেরানো। সামরিক এক নায়ক জিয়াউর রহমান ছিলেন তার স্বপ্নদ্রষ্টা। ৭ নভেম্বর ক্ষমতা দখল করে তিনি পাকিস্তান অভিমুখে নিয়ে যেতে থাকেন বাংলাদেশকে। ‘জয় বাংলা’ হয়ে যায় ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।’ ‘বাংলাদেশ বেতার’ হয় ‘রেডিও বাংলাদেশ’। সেটা ছিলো প্রথম ‘টেক ব্যাক বাংলাদেশ’ উদ্যোগ।

এই টেক ব্যাক বাংলাদেশ বলার সাহস কীভাবে হয় উল্লেখ করে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর বলেন, এই ঘাতক গোষ্ঠী বারবারই বাংলাদেশকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিতে ষড়যন্ত্র করেছে। তারেক জিয়ার পাকিস্তান প্রেম নতুন কিছু না। কয়দিন আগে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বললেন, পাকিস্তান আমলে ভালো ছিলাম। জামায়াত ইসলামী ও বিএনপি একই মায়ের পেটে সহোদর বারবার ঘোষণা দিয়েছে। এগুলো নতুন না তাদের জন্য। তারেক জিয়ার বরাবরের উদ্দেশ্য বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাতে হবে। আর এর বিপরীতে বাংলাদেশের তরুণরা বারবার রাস্তায় নেমেছে। এবারেও এই বিষয়টি নানাভাবে তুলে ধরা উচিত। টেকব্যাক বাংলাদেশ যে ঘটতে দেওয়া যাবে না তরুণদের এই সচেতনতার জন্য তাদের অভিনন্দন। এটা মূলধারার গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।

শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে পাকিস্তানকে হারাল ভারত

শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করল ভারতীয় ক্রিকেট দল। দলের জয়ে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন রবিন্দ্র জাদেজা ও হার্দিক পান্ডিয়া।

রোববার সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে চরম বিপর্যয়ে পড়ে ১৯.৫ ওভারে ১৪৭ রানেই অলআউট হয় পাকিস্তান।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই উইকেট হারান ওপেনার লোকেশ রাহুল। অভিষিক্ত নাসিম শাহর বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি।

এরপর সাবেক অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে সঙ্গে নিয়ে ৪৯ রানের জুটি গড়ে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। রোহিত আউট হওয়ার মাত্র ৩ রানের ব্যবধানে ফেরেন কোহলি। তিনি ৩৪ বলে ৩৫ রান করেন।

চতুর্থ উইকেটে রবিন্দ্র জাদেজার সঙ্গে ৩১ বলে ৩৬ রানের জুটি গড়ে ফেরেন সুরাইয়া কুমার যাদব (১৮)।

এরপর হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ২৯ বলে ৫২ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দলকে জয়ের কাছাকাছি নিয়ে যান রবিন্দ্র জাদেজা। জয়ের জন্য শেষ ওভারে ভারতের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৭ রান।

মোহাম্মদ নওয়াজের করা ওভারের প্রথম বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন জাদেজা। ওভারের দ্বিতীয় বলে সিঙ্গেল নিয়ে প্রান্ত বদল করেন কার্তিক। তৃতীয় বলে কোনো রান নিতে পারেননি পান্ডিয়া।

জয়ের জন্য শেষ ৩ বলে ভারতের প্রয়োজন ছিল ৬ রান। চতুর্থ বলে ছক্কা হাঁকিয়ে জয় নিশ্চিত করেন পান্ডিায়। তিনি ১৭ বলে চার বাউন্ডার আর এক ওভার বাউন্ডারিতে ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন।

এর আগে টস জিতে পাকিস্তানকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ভারত। আগে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় ওভারেই উইকেট হারান পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। ২.৩ ওভারে দলীয় ১৫ রানে ফেরেন তিনি।

এরপর রিজওয়ানের সঙ্গে ১৯ বলে ২৭ রানের জুটি গড়ে ফেরেন ফখর জামান

(১০)।

তৃতীয় উইকেটে ইফতেখার আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে ৩৮ বলে ৪৫ রানের জুটি গড়েন রিজওয়ান। ১২.১ ওভারে দলীয় ৮৭ রানে তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরেন ইফতেখার। তিনি সাজঘরে ফেরার আগে ২২ বলে ২৮ রান করেন।

ইনিংসের শুরু থেকে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং করে যাওয়া মোহাম্মদ রিজওয়ান ফেরেন ১৫তম ওভারের প্রথম বলে। ৪২ বল খেলে মাত্র ৪৩ রানে ফেরেন পাকিস্তানের এই তারকা ওপেনার।

ওই ওভারের তৃতীয় বলে ফেরেন খুশদিল শাহ। ১৪.৩ ওভারে ৯৭ রানে পাকিস্তান হারায় টপ অর্ডারের ৫ ব্যাটসম্যানের উইকেট।

ভারতের বিপক্ষে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে ১৯.৫ ওভারে ১৪৭ রান তুলতে সমর্থ হয় পাকিস্তান। ভারতের হয়ে ৪ ওভারে ২৮ রানে ৪ উইকেট নেন পেসার ভুবনেশ্বর কুমার। ৩ উইকেট শিকার করেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া।

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান নিয়ে যা বললেন ওয়াসিম আকরাম

আর মাত্র দুই দিন পর শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। এশিয়া কাপে ভারত পাকিস্তান পরস্পর মুখোমুখি হবে। তবে তার আগে ক্রিকেটবিশ্বে চলছে চরম উত্তেজনা। এ বিষয় কিংবদন্তিরা একেকজন একেক মত প্রকাশ করছেন। এবার পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরামের মতে, এখন ভারতকে যে কোনো দিন হারাতে প্রস্তুত তার উত্তরসূরিরা।

এর আগে বিশ্বকাপে ভারতের মুখোমুখি হলেই যেন পথ হারিয়ে ফেলত পাকিস্তান। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে প্রথম ১২ ম্যাচে ছিল জয়শূন্য। ব্যর্থতার চক্র ভাঙে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবশেষ আসরে। গত বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতে সুপার টুয়েলভের ম্যাচে পায় রেকর্ড গড়া জয়।

ভারতের দেওয়া ১৫২ রানের লক্ষ্য বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের

[redacted]

[redacted]

ভারতীয় সেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে আক্রমণ চালিয়ে বসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। রাজৌরির নৌশেরা সেক্টরে এদিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলে।

ভারতের অভিযোগ, বিনা প্ররোচনায় গোলা বর্ষণ শুরু করে পাকিস্তান। গোলাগুলির পাশাপাশি ভারতীয় সেনাদের লক্ষ্য করে মর্টার শেলও ছোঁড়ে তারা। তবে পাকিস্তানের আঘাতের পাল্টা জবাব দেন ভারতীয় সেনারা। উভয়পক্ষের সংঘর্ষ চলাকালীন সীমান্তের ওপার থেকে ছুটে আসা এক গোলার আঘাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ওই সেনা সদস্য।

পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা, ফিরলেন সরফরাজ

পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দলে আবারও জায়গা করে নিলেন সরফরাজ আহমেদ। গত বছর পাকিস্তান দলে নিজের নেতৃত্ব হারানোর পর প্রথমবার টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেলেন তিনি। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘোষিত ১৭ সদস্যের এই দলে নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছেন মোহাম্মদ হাফিজ ও শোয়েব মালিক।

অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডারদের গত জানুয়ারিতে দেশের মাটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজে ডাকা হয়েছিল।

ইংলিশদের বিপক্ষে চলমান টেস্ট সিরিজের দলের বাইরে থেকে এই দলে নেওয়া হয়েছে হায়দার আলী, হারিস রউফ ও ওহাব রিয়াজকে। দলে ফিরলেন ওপেনার ফখর জামান। তবে ঘরোয়া লিগ পিএসএলে বাবর আজম ও শাদাব খানের পর তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী শান মাসুদ বাদ পড়েছেন।

সিরিজের তিনটি ম্যাচই ওল্ড ট্রাফোর্ডে অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে ২৮ আগস্ট প্রথম টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়াবে।

পাকিস্তান টি-টোয়েন্টির দল:
বাবর আজম (অধিনায়ক), ফখর জামান, হায়দার আলি, হারিস রউফ, ইফতিখার

আহমেদ, ইমাদ ওয়াসিম, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ হাফিজ, মোহাম্মদ হাসনাইন, মোহাম্মদ রিজওয়ান, মোহাম্মদ আমির, নাসিম শাহ, সরফরাজ আহমেদ, শাদাব খান, শাহিন শাহ আফ্রিদি, শোয়েব মালিক ও ওয়াহাব রিয়াজ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন